

গাইড থেকে ঢাকা বোর্ডের প্রশ্ন মূল বই থেকে উত্তর দিয়ে বিপাকে শিক্ষার্থীরা!

যুগান্তর রিপোর্ট

এবারের জেএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের ইংরেজি প্রথম পত্রের কয়েকটি প্রশ্ন গাইড বই থেকে এসেছে। কিছু শিক্ষার্থী ওইসব প্রশ্নের উত্তর লিখেছে সরকার প্রকাশিত বইয়ের পাঠ থেকে। এটা করতে গিয়ে বিপাকে পড়েন তারা। বোর্ডের মডেল উত্তরের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরে মিল পড়েনি। এর ফলে অনেকেরই এখন ইংরেজিতে নম্বর কম পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক এমনকি শিক্ষকরা পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে দেন-দরবার চালাচ্ছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ইংরেজি প্রথম পত্রের ৭ নম্বর প্রশ্ন রিআরেঞ্জ (পুনরায় মিল করা)। রবিনসন ক্রুসোর ব্যক্তিগত জীবনের ওপর ওই প্রশ্নে ১০ নম্বরের ১০টি বাক্য ছিল। রবিনসনের জীবনের ঘটনাক্রমের আলোকে সেটি সাজাতে হবে। অভিভাবকরা বলছেন, বোর্ডের ওই প্রশ্নটি অত্যন্ত চারটি গাইড বইয়ে আছে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী 'অ্যা' আদ্যক্ষরের একটি গাইড পড়ে

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

মূল বই থেকে উত্তর দিয়ে বিপাকে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ধাকে। তারা সেটি থেকে উত্তর দিয়ে এসেছে। তাছাড়া অষ্টম শ্রেণীতেই বাংলা দ্রুতপঠনে রবিনসন ক্রুসোর ওপর একটি পাঠ আছে। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে ওই পাঠ অনুসরণ করেছে। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ 'ন' আদ্যক্ষরের একটি কোম্পানির গাইডের উত্তর সঠিক হিসেবে ধরে নিয়েছে।

একজন অভিভাবক জানান, পরীক্ষার মডেল উত্তর গোপনীয় বিষয়। তবে তার ছেলে পরীক্ষার্থী হওয়ায় কৌতূহলবশত তিনি তার এক ইংরেজি শিক্ষক আত্মীয়ের কাছে যান। সেখানে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেখেন। এরপর ছেলের সঙ্গে কথা বলে দেখেন চারটির উত্তরই সঠিক হয়নি। এ নিয়ে অনুসন্ধানে নেমে তিনি প্রশ্ন প্রণয়ন ও মডেল উত্তর তৈরিতে উল্লিখিত ব্যত্যয় পেয়েছেন।

নাম প্রকাশ না করে রাজধানীর একটি স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক যুগান্তরকে বলেন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ যে গাইডের উত্তর সঠিক হিসেবে ধরে নিয়েছে, সেটির কারণে

সরকারি বইয়ের আলোকে উত্তর দেয়া শিক্ষার্থীরা কমপক্ষে ৪ নম্বর কম পাবে। কেননা, ওই প্রশ্নে ১ এবং ৬-১০ নম্বর বাক্যের উত্তর বোর্ডের মডেল উত্তরের সঙ্গে মিল আছে। কিন্তু ২-৪ নম্বরের মিল নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা ৪ নম্বর কম পাবে। এতে কেউ কেউ ফেল করতে পারে। আবার অনেকের গ্রেড বিশেষ করে জিপিএ-৫ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

এ প্রশ্নে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার যুগান্তরকে বলেন, 'এ সমস্যা নিয়ে আমার কাছে কিছু অভিভাবক এসেছিলেন। তাদের অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রধান পরীক্ষকদের অবহিত করা হয়েছে। মডেল উত্তরের বাইরেও যদি কোনো শিক্ষার্থীর উত্তর সঠিক মনে হয়, তাহলে যেন তা গ্রহণ করা হয়।' এক প্রশ্নের জবাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, 'সৃজনশীলে গাইড বই থেকে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ। ইংরেজি বিষয়টি সৃজনশীল নয়। তাছাড়া মূল পাঠ্যবইয়ের আলোকে কোম্পানিগুলো গাইড লিখেছে। প্রশ্ন গাইড বই থেকে করা হয়নি,

পাঠ্যবই থেকেই করা হয়েছে। তবে শিক্ষকরা এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, যারা প্রশ্ন সেট ও মডারেশন করেন তারা রহস্যজনক কারণে গাইডকে প্রাধান্য দেন। অতীতে বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট কিছু গাইড প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তারা বলেন, যদি সরকার প্রকাশিত মূল পাঠ্যবইয়ের আলোকে মডেল উত্তর তৈরি হতো, তাহলে তা গাইডের সঙ্গে মেলার কথা নয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, ২শ' প্রধান পরীক্ষক বসে এই মডেল উত্তর তৈরি করেছেন। এতে গাইডের উত্তরের প্রাধান্য থাকার কথা নয়। কয়েকজন শিক্ষক ও অভিভাবক জানিয়েছেন, প্রধান পরীক্ষককে নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশনা পাঠানোর কথা বোর্ড বললেও বাস্তবে এর প্রতিফলন পড়বে না। কেননা, প্রধান পরীক্ষকরা মোট খাতার মাত্র ১২ শতাংশ নিরীক্ষা করেন। সে ক্ষেত্রে বাকি শিক্ষার্থীরা নম্বর বঞ্চিত থাকবে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অবশ্য এ ব্যাপারে বলেছেন, প্রত্যেকটি খাতাই দেখতে প্রধান পরীক্ষকদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।